৭

আজকের কাগজ

তারিখ ...2-3 DEC 1994...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

রেজাল্ট বিপর্যয়ের নেপথ্যে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই

বিগত পরীক্ষার ফলাফল এবং এবারকার এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে মারাত্মক আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। উচ্চ শিক্ষাভিলাষী অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা চরম মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছে। উন্নত বিশ্বের কোনো দেশ হলে হয়তো তারা দায়ী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করতো। পর পর ফলাফল কেলেঙ্কারীর জন্য শিক্ষামন্ত্রীর স্বেচ্ছায় পদত্যাগই আজকের গণতান্ত্রিক বিশ্বে প্রত্যাশিত। কর্তব্য অবহেলার জন্য পরীক্ষার নিয়ন্ত্রকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণই অভিভাবকদের তথা জাতির কাম্য।

বিগত এসএসসি পরীক্ষায় ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের মেধাবী ছাত্র অকৃতকার্য ঘোষিত হওয়ার পরও তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়েছিল। এই পরীক্ষায় একটি দৈনিকে শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মেয়ের ফলও স্খলিত রয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন এ একটি পাতানো খেলা। আমরা এই ঘটনাটি নিছক ভুল বলেই মেনে নিলেও শিক্ষামন্ত্রী

এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জাতীয় প্রেক্ষাপটে তাদের সরকারি দায়িত্ব এবং পারিবারিক পর্যায়ে অভিভাবকের দায়িত্ব কিভাবে এড়াবেন।

জানি শিক্ষামন্ত্রীর ছেলে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মেয়ে এবং বদরুন্নেছা কলেজের ছাত্রী খাদিজা মিলিও যথাসময়ে তার ফলাফল অতি শিগগির পাবে এবং মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু পাকুন্দিয়া কলেজের কোন হতভাগ্য ছাত্রের বেলায় এমনটি ঘটলে তার কি হবে? বিগত এসএসসি পরীক্ষায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীর বেলায় তাই ঘটেছে। কারণ ক্যাডেট কলেজের গভর্নিংবডির সভাপতি বা শিক্ষামন্ত্রীর মত অভিভাবক তাদের নেই।

পরীক্ষার ফলাফল ব্যবস্থাপনার এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির আশু উন্নতি আমাদের কাম্য। উদাসীনতা, স্বীয় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগগুলো নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা এবং সর্বোপরি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পক্ষকে রুদ্ধ করার দায়ে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের জোর দাবি জানাচ্ছি।

মেজর এমএবি সিদ্দীক (অবঃ)
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।